প্রহ্লাদ

(ভক্তিমূলক নাটিকা)

শ্রীননীলাল দে প্রণীত

(জুপিটারে অভিনীত)

প্রথম অভিনয় রজনী

১লা মাঘ, ১৩৩৯ সাল।

 মূল্য ।০ চারি আনা।

প্রকাশক—

শ্রীননীলাল দে।

১৭০নং নিমু গোস্বামীর লেন,

কলিকাতা।

শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

সুধা প্রেস

১৯৮।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ।

পরম সুহৃদ

শ্রীসুধাংশুশেখর কালী

মহোদয়ের করকমলে—

শ্রদ্ধা ও প্রীতির

নিদর্শন।

—গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পাত্র।

শ্রীগোপাল, নৃসিংহাবতার, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ,
মন্ত্রী, সেনাপতি, ষণ্ড, অমর্ক, ছাত্রগণ,
নাগরিকগণ ও জনৈক দৈত্য।

——:০:——

পাত্রী।

কয়াধু, ষণ্ডপত্নী, ধাত্রী, নর্ত্তকীগণ
ও নাগরিকাগণ।

——০——

প্রথম অভিনয় রজনীর কুশীলবগণ

পুরুষ।

নৃসিংহাবতার—	শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।
শ্রীকৃষ্ণ—	শ্রীমতী শেফালী বালা দেবী।
শ্রীগোপাল—	শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, [অল্প-বয়স্ক]
হিরণ্যকশিপু—	শ্রীযুত কালীকিঙ্কর গুহ।
প্রহ্লাদ—	" রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
যণ্ড—	" ননীলাল দে।
অমর্ক—	" ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
মন্ত্রী—	" বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
সেনাপতি—	" গৌরচন্দ্র সরকার।
প্রহরী—	" নন্দলাল সরকার।
নাগরিকগণ—	চৈতন্যবাবু, বটুবাবু, রমেশবাবু, নরেনবাবু, ননীবাবু ও সন্তোষবাবু।

—০—

স্ত্রী।

কয়াধু—	শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসী।
ষণ্ডপত্নী—	" ফিরোজাবালা দাসী।
ধাত্রী—	" পটলসুন্দরী দাসী।

ছাত্রগণ, নর্ত্তকীগণ ও নাগরিকাগণ—কিশোরীবালা, বেণুবালা, স্নেহলতা, পটলসুন্দরী, আনারবালা ও বাসনাময়ী।

—০—

সংগঠনকারীগণ

সত্ত্বাধিকারী—	মৌলভী মহম্ম আবদুল আজিম।
অধ্যক্ষ—	শ্রীযুত কালীকিঙ্কর গুহ।
প্রযোজক—	" ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সঙ্গীত শিক্ষক—	" তুলসীচরণ দাস ঘোষ।
নৃত্যশিক্ষক—	" ননীলাল চট্টোপাধ্যায়।
হারমোনিয়ম বাদক—	" নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
বংশীবাদক—	" মন্মথনাথ দাস ঘোষ।
তবলা বাদক—	" ননীলাল চট্টোপাধ্যায়।
স্মারক।	" শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ—	" জলধর ভট্টাচার্য্য।
আলোক সম্পাতকারী—	" সুধাংশুরমণ ঘোষ।
ঐ সহকারী—	" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সজ্জাকর—	" রামচন্দ্র দাস।
ঐ সহকারী—	" ফেলারাম দাস।

প্রহ্লাদ

প্রথম দৃশ্য।

পাঠশালা।

ছাত্রগণের কোলাহল।

(প্রহ্লাদসহ ষণ্ডের প্রবেশ)।

ষণ্ড। বাবা প্রহ্লাদ! এস, এইখানে বস। ওরে কুচো, নামতা পড়ান হয়েছে? না বসে বসে মুড়ির শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে?

কুচো। আজ্ঞে, না গুরু মশাই—না না—আজ্ঞে, হাঁ গুরু মশাই।

ষণ্ড। বুড়ো মিনসে! ব্যাটা কচি খোকার মত কাঁদছে দেখ।

কুচো। গুরু মশাই! বেন্দা আমার আমার কাণে টু দিয়ে তালা ধরিয়ে দিলে ;

ষণ্ড। বলি হ্যারে বেন্দা! কান মল ব্যাটা, কান মল।

বেন্দা। কান যে মুলতে জানি না গুরু মশাই! দেখিয়ে দিন গুরু মশাই!

ষণ্ড। কি আমি দেখিয়ে দেবো? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি, এই —এই রকম করে বুঝলি? গুরুগিরি করতে হলে সব বিছ্যেত শেখান চাই। আমার নয়রে ব্যাটা, তোর নিজের। নে কুচো, এই কড়ান্‌কে পড়া।

কুচো। এক কড়া পো গণ্ডা।

ছাত্রগণ। এক কড়া পো গণ্ডা।

কুচো। দু কড়া আধা গণ্ডা।

ছাত্র। দু কড়া আধা গণ্ডা।

কুচো। তিন কড়ায় পৌণে এক গণ্ডা।

ছাত্র। তিন কড়ায় পৌণে এক গণ্ডা।

কুচো। চার কড়ায় এক গণ্ডা।

ছাত্র। চার কড়ায় এক গণ্ডা।

কুচো। পাঁচ কড়ায় এক গণ্ডা (কলা ভক্ষণ) হাতে থাকে কলা।

ষণ্ড। ওকি হলরে ব্যাটা, হাতে থাকে কলা কি? (বেত্রাঘাত)

কুচো। না গুরু মশাই! (বাকী কলা ভক্ষণ) হাতে থাকে খোসা।

ষণ্ড। ব্যাটা, হাতে থাকে খোসা? ওরে ব্যাটা, তোর বাপ্‌ মা তোর নাম কুচো রেখেছিল কেন? তোর নাম ছুঁচো রাখলেই ঠিক্ হতো? নে ব্যাটা বোস্ আর পড়াতে হবে না।

ষণ্ড। ওরে বেটা নফরা, গু' আর রু' কি উচ্চারণ হবেরে বেটা ?

১ম ছা। আজ্ঞে গুরুমশাই ! 'গু' আর 'রু'—'গু' আর 'রু' আজ্ঞে—এই—এই—

ষণ্ড। ঢোক গিলছিস্ কেনরে বেটা ! বল শিগ্‌গির 'গু' আর 'রু' কি হয় ? নইলে এই বেত দেখছিস, আজ পিঠের চামড়া তুলে নেব।

১ম ছা। আজ্ঞে বলছি—বলছি—মারবেন নাত গুরুমশাই ?

ষণ্ড। না, হাঁড়ি হাঁড়ি মোণ্ডা খেতে দেব, বল বেটা শিগ্‌গির বল।

১ম ছা। আজ্ঞে—এই—এই—'গু' আর 'রু' গরু হয় গরুমশাই।

ষণ্ড। 'গু' আর 'রু' গরু ! কে শেখালেরে ব্যাটা ? গুরুর সঙ্গে ঠাট্টা ? 'গু' আর 'রু' গরু ! আমি গরু ? বল বেটা কে শিখিয়েছে ? (বেত্রাঘাত।)

১ম ছা। উহুহু ! গেছি—গেছি—ছোট গুরুমশাই বলে দিয়েছে, মারছেন কেন, উহুহু—আপনি 'ত' আর গরু নন্।

ষণ্ড। তবেরে হারামজাদ ! আবার পাঁচজনকে শুনিয়ে কান্না হচ্ছে ? (বেত্রাঘাত।)

১ম ছা। ওরে বাবারে, গেলুমরে— (মূর্চ্ছার ভাণ।)

ষণ্ড। তাইতো, বেগুনবিচি বেটা ভিট্‌কেলমি করে শুয়ে পড়লো যে, ওরে বাবা গোঁ গোঁ কচ্ছে যে, হাতে দড়ি দেওয়াবে নাকি ? ওরে তোল্ তোল্ ব্যাটাকে চ্যাংদোলা করে পুকুরে চুবিয়ে আনগে ?

২য় ছা। না গুরুমশাই! আমরা পারবো না, নফরার ভারি কামড়ান রোগ আছে।

৩য় ছা। ও গুরুমশাই!— (বিকট চীৎকার।)

যণ্ড। তোবেটার আবার কি হ'ল? ঘা কতক খাবার ইচ্ছে হয়েছে নয়?

১ম ছা। আমিও এই বেলা চম্পট দি। (প্রস্থান।)

যণ্ড। ওরে বেটা, বজ্জাতি করে গোঁ গোঁ করা হচ্ছিল? আচ্ছা বেটা থাক, কাল বেতের চোটে হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ' করে তবে ছাড়বো।

৩য় ছা। ওরে বাবা গেলুম! আমার পেটের ভেতর হড় হড় গড় গড় ক'রে যেন গরুর গাড়ীর চাকা চলেছে। গা' বমি বমি করছে—ওয়াক হেউ —

যণ্ড—সরে যা বেটা সরে যা, ও হড় হড় গড় গড় যাই বল না কেন ও সব চালাকি আমি বুঝি।

৩য় ছা। না গুরুমশাই! চালাকী কচ্ছিনা—ওয়াক্—এখনি বমি করে ফেলবো।

যণ্ড। ওরে বেটাচ্ছেলে, আমি তার কি ক'রবো?

৩য় ছা। আপনার জন্যেই ত' এমন হয়েছে। কাল যে কুল চুরি ক'রে এনেছিলুম, সেই জন্যেই তো এমন হচ্ছে।

যণ্ড। চুরি! চুরি! চুরি করলি কেন রে বেটা? আমি কি তোকে চুরি ক'রে কুল আনতে বলেছিলুম?

৩য় ছা। আপনিই ত' বল্লেন যে তোর গুরুমার ভারি কুল খেতে সাধ হয়েছে এনে দিতে পারিস?

ষণ্ড। কি ব্যাটা! আমি কুল চুরি ক'রতে আদেশ দিয়েছি? তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার সঙ্গে ঠাট্টা? আজ তো ব্যাটাকে, দুহাতে দুখানা ইট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবো, তবে ছাড়বো, আয় এদিকে আয়, নে ব্যাটা দুহাতে দুখানা ইট ধর, নইলে আজ বেতের চোটে গায়ের চামড়া তুলে নেব।

৩য় ছা। কি করে ধরবো গুরুমশাই? হাতে যে ব্যথা হ'য়েছে। যাদের কুলগাছ তারা এমনি মার দিয়েছে যে, তাইতে পেটের ভেতর হড় হড় গড় গড় কচ্ছে, বুঝি পিলে ফেটে গেছে গুরুমশাই।

ষণ্ড। ও সব আমি শুনতে চাই না, নে ব্যাটা দুহাতে ইট ধর।

৩য় ছা। তবে দেখিয়ে দাও গুরুমশাই!

ষণ্ড। কি আমি দেখিয়ে দেব, আচ্ছা বেটা তাই সই—এই দেখ্—এমনি করে।

(অমর্কের প্রবেশ।)

অমর্ক। ওকি দাদা! অমন কোচ্ছ কেন?

ষণ্ড। ছাত্রকে দেখিয়ে দিচ্ছি, ভায়া! মল্লক্রীড়া শেখাতে হবে তো।

অমর্ক। দেখ দাদা, তুমি দাদা হ'লে কি হবে, দেখছি তুমি একটি মস্ত গাধা! বাবা যে ষণ্ড নাম রেখেছিল, সেটা ঠিকই করেছিল, ষণ্ড কিনা ষাঁড়?

ষণ্ড। নিজেকে সামলে কথা বল ভায়া, আপনার নামটি কি? না অমর্ক মানে বাঁদর।

অমর্ক। দাদার ভাইতো। তুমি ষাঁড় আমি বাঁদর, দুটিতে যেন মানিকজোড়! যাক্ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রহ্লাদকে যে হাতে খড়ি দেবার জন্যে নিয়ে এলে, কৈ, তার হাতে খড়ি দেবে কবে?

ষণ্ড। হাঁ হাঁ বড্ড স্মরণ করিয়ে দিয়েছ ভায়া! প্রহ্লাদ! এদিকে এস তো? এই ছোঁড়াগুলো, ওরে বেটা পেট হড় হড়ে, আজ তোদের ছুটি।

ছাত্রগণ। হো—হো—হো— (সকলের প্রস্থান।)

ষণ্ড। কৈ খড়ি দেখি? দেখ এমনি করে একটি 'ক' লেখ তো!

প্রহ্লাদ। কি লিখিব গুরু? আদ্যাক্ষর হরির আমার?
'ক' এ কৃষ্ণ ব্রহ্ম-সনাতন,
অনাথ বান্ধব হরি জনার্দ্দন।

অমর্ক। ও বাবা? যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়, একথা একেবারে ঠিক। দাদা, এ বড় শুভ লক্ষণ নয়, একটুখানি ছেলের ভিরকুটিটা একবার দেখেছো?

ষণ্ড। দেখ প্রহ্লাদ! কৃষ্ণ তোমার বাপের পরম শত্রু, এ কথা কি জান না?

প্রহ্লাদ। ছিঃ ছিঃ গুরু, কৃষ্ণ শত্রু এ কথা ব'লো না।
হরি গতি হরি মুক্তি হরি সাধনার ধন।
এ জগতে কর সার হরির চরণ॥

অমর্ক। ও মিষ্টি কথায় হবে না দাদা! যস্মিন দেশে যদাচার বুঝে কার্য্য করতে হবে। ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে এসেছে বুঝতে পাচ্ছনা?

ষণ্ড। হ্যাঁ, দেখ্ প্রহ্লাদে, ভাল চাস্ তো কৃষ্ণ নাম ভুলে যা, কালী বল্, দুর্গা বল্, শিব বল্, ব্রহ্মা বল্, মা মনসার নাম বল্—

অমর্ক। চিঁড়ে বল্, দই বল্, সন্দেশ বল্, রসগোল্লা বল্—

ষণ্ড। ক্ষীর বল্, রাবড়ি বল্, তোর যা খুসী তাই বল্, কিন্তু কৃষ্ণ নামটা ভুলে যা।

প্রহ্লাদ। ভুলে যাব, কাহারে ভুলিব গুরো? কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ বিনা কিছু তো জানি না।
অপার মহিমা তাঁর, সর্ব্বময়—
সর্ব্বস্থানে বিরাজিত তিনি।

অমর্ক। দাদা ভাবছো কি? ও সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরুবে না, বড় ডেঁপো, মুখের ধমকে কিছু হবে না, পটাপট্ বেত লাগাও, কৃষ্ণ ত' কৃষ্ণের বাবার নাম পর্য্যন্ত ভুলে যাবে।

মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। এই যে ষণ্ড অমর্ক যুগল গুরু? প্রণাম হই ঠাকুর মশাইরা।

ষণ্ড। কল্যাণ হোক্, কি খবর মন্ত্রী মশায়? এমন অসময়ে এলেন যে?

অমর্ক। আমরা প্রহ্লাদকে খুব ভাল ক'রে হাতে খড়ি দেওয়া শেখাচ্ছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে,দৈত্যরাণীর প্রহ্লাদকে বড় দেখবার সাধ হয়েছে, তাই নিতে এসেছি।

ষণ্ড। বেশ বেশ অতি উত্তম! এখনই নিয়ে যান।

প্রহ্লাদ। মন্ত্রী মশাই? মা আমায় নিতে পাঠিয়েছেন? চলুন, আমারও মায়ের জন্য মন কেমন কচ্ছে।

মন্ত্রী। বেশ, এস রাজকুমার। (মন্ত্রীসহ প্রহ্লাদের প্রস্থান)

অমর্ক। দাদা—

ষণ্ড। ভায়া—

অমর্ক। মন্ত্রী মশাইকে কেমন জলবৎ তরলং বুঝিয়ে দিলুম।

ষণ্ড। দাদার ভাই তো, তা আর হবে না। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

রাজকক্ষ।

(হিরণ্যকশিপু ও কয়াধূ)

হিরণ্য। নাহি বোঝ তুমি রাণী !
পুত্রের তোমার অপরাধ অতীব ভীষণ।
কহ, যদি পুত্র হয়ে
অনায়াসে হতে পারে পিতার বিরোধী,
নহে পুত্র সে মম, বংশের কলঙ্ক ?
জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল তার।
ভ্রাতৃঘাতী মহা অরি যে আমার—
নাম গান তার, যে করিবে রাজ্যে মম,—
হোক্ পুত্র, হোক্ সে পরমাত্মীয়,—
নাহি ক্ষমা,—দণ্ড দিব অতীব ভীষণ।

কয়াধূ। দৈত্যরাজ ? সত্য মানি বাক্য আপনার।
সবে জানে ভ্রাতৃহত্যাকারী যেইজন
কদাচন ক্ষমাপাত্র নহে সেই।
কিন্তু হে রাজন !
শত্রু যেইজন তারে না বিনাশি,

শিশু পুত্রে করি দণ্ড দান,
শান্তি কিহে পাবে প্রাণে ?

হিরণ্য। শান্তি ! শান্তি !—
শান্তি কোথা হৃদে মোর ?—
যদবধি নাহি পারি,
সংহারিতে ভ্রাতৃঘাতী অরি।
শোন রাণী !
বোঝাও সন্তানে তব,
যদি তব কথা শুনি,
শত্রু গুণগান করে সে বর্জ্জন।

কয়াধূ। ভাল, আসুক প্রহ্লাদ,
তবাদেশ করিব জ্ঞাপন।
অবোধ বালক,
সুকথায় বুঝিবে নিশ্চয়।

নে-স্থরে। হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

হিরণ্য। ওই শোন রাণী !
আদরের কুমার তোমার,
করিতেছে শত্রু গুণগান।
ওঃ অসহ্য—অসহ্য রাণী।

(প্রহ্লাদের প্রবেশ)

কয়াধূ। বাপরে প্রহ্লাদ !
ছেড়ে দেরে হরিনাম গান,—

পিতার সম্মান,
ক্ষুন্ন এতে হয় বাপধন ?

প্রহ্লাদ।' একি কথা কহ মাতা ?
যিনি ত্রিজগতের পতি,
সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহার ইচ্ছায়,—তাঁহারে ত্যজিব ?
বলগো জননী !
কে করিবে পার এ ভব-অর্ণবে ?—
হরি বিনা কেবা আছে বল কর্ণধার ?

হিরণ্য। আরে আরে কুলের কলঙ্ক !
এত স্পর্দ্ধা তোর,—
পিতৃ আজ্ঞা দলি পদে,
কর শত্রু গুণগান ?
নাহি আজি ত্রাণ,
এখনি নাশিব তোরে।

কয়াধূ। কি কর ? কি কর, মহারাজ !
পিতা হয়ে সন্তানে সংহার,
কর ক্ষমা, লয়ে যাই নিরজনে—
অবোধ বালকে, বিধিমতে উপদেশ দানি,
ভুলাইব শত্রু গুণগান। (প্রহ্লাদ সহ প্রস্থান।)

হিরণ্য। দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প রাখিয়াছি ঘরে।
পাইয়া সুযোগ উগারিয়া বিষ তার,
বিষময় করিতেছে দৈত্যকুল।
প্রতীকার তার অগ্রে প্রয়োজন। (প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

ষণ্ডের কুটীর সম্মুখ।

(জনৈক দৈত্যের প্রবেশ)

দৈত্য। ষণ্ড গুরুমশাই, বাড়ী আছেন ? ও ষণ্ড গুরুমশাই ?

(অমর্কের প্রবেশ)

অমর্ক। কেরে ব্যাটা ! গাধার মতন ষণ্ড ষণ্ড করে চেঁচাচ্ছিস্ ? ষণ্ড কে কি একটা কেউ কেটা পেয়েছিস্ ? রাজ-শিক্ষকে এই রকম সম্বোধন করে ডাকা ? ষণ্ড আমার কে হয় জানিস বেটা ?

দৈত্য। আজ্ঞে কে হয় মশায় ?

অমর্ক। আমার জ্যেষ্ঠ, আমি তার কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা বুঝলি ?

দৈত্য। অত শত বুঝিনা মশাই, আমি দৈত্যরাজের নিকট হতে আসৃছি, আপনার দাদার নামে একখানা পত্র আছে।

অমর্ক। বটে ! তা দৈত্যরাজ, পত্রে কি লিখেছেন ?

দৈত্য। তা জানিনা মশায় ! এই পত্র নিন, আপনার দাদা এলে দেবেন। (প্রস্থান)

ষণ্ড। বলি ভায়া, ব্যাপার কি ?

অমর্ক। দৈত্যরাজের নিকট হ'তে পত্র এসেছে।

ষণ্ড। ষ্যাঁ! দৈত্যরাজের নিকট হ'তে এসেছে ? কি লিখেছে (পাঠ) অমর্করে! গুরু গিরি বুঝি এত দিনে ফুরুলো।

অমর্ক। ব্যাপার কি ? কি লিখেছে দেখি। (পাঠ) তোমার দোষেইত এই সব হ'ল। শোন দাদা! তুমি যদি ছোঁড়াকে হরি বলা ছাড়াতে পার—তবেই রক্ষে।

ষণ্ড। বেটাকে এত মারছি, এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখছি কান ধরে ওঠ বোস করাচ্ছি, তবুতো বেটার কোন ভয় নেই। কেবল ঐ এক বুলি হরিবোল আর হরিবোল; হরি যেন বেটার চোদ্দ পুরুষের—

অমর্ক। দেখ দাদা, তুমি দাদা বটে, কিন্তু তোমার কোন বুদ্ধি নেই। ষণ্ড ত ষণ্ড, মারের চোটে ভূত ভাগে,আর তুমি একটা দুধের বাচ্ছাকে টিট্ করতে পাচ্ছনা ? ও মায়া দয়ায় আর কাজ নেই, যেমন হরিবলা আর অমনি উত্তম মধ্যম গোবেড়েন। প্রহ্লাদ তো প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের বাবা শুদ্ধ হরি বলা ছাড়বে।

ষণ্ড। সব বুঝি ভায়া! ঐ রাজার ছেলে বলেইত মুস্কিল হয়েছে।

অমর্ক। আরে রেখে দাও তোমার রাজার ছেলে,এদিকে প্রাণটা গেলে তখন কি করবে ? পত্রে লিখেছে আর তিন দিন সময় আছে।

(ষণ্ড পত্নীর প্রবেশ)

সণ্ড-প। তা বল্লে কি হয়, তোমার দাদা কিন্তু নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। ওগো শুনছো গুরুমহাশয় স্বামী! যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ঠাকুরপো যা বল্লে তাই কর।

(গীত)

পটা পট্ লাগাও বেত গা ফেটে পড়ুক রক্ত।
কান ধরে ছোঁড়ায় ওঠাও বসাও দেখব কেমন হরি ভক্ত ॥
আগুন ঢালা রোদে এক পায়ে দাঁড় করাও,
হাতে পায়ে নখে কেবল ছুঁচ ফোটাও
কশাই গিরি করতে হবে, হ'তে হবে শক্ত
গুরু গিরি থাকবে বজায় পাবে রাজার কোপে মুক্ত।

অমর্ক। দাদা, দাদা পেহ্লাদে বেটা আসৃছে? আমি বেত গাছটায় তেল মাখিয়ে এনে রাখি কি বল?

ষণ্ড-প। তোমার দাদাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করবে? আমি তোমায় বলছি, শীগ্‌গীর বেত নিয়ে এস।

(অমর্কের প্রস্থান)

(প্রহ্লাদের প্রবেশ)

ষণ্ড। হাঁ, প্রহ্লাদ! তুমি হরি বলা ছেড়ে দাও না বাবা।

(গীত)

ওগো গুরু একবার হরি বল।
(এভব সাগর) যদি তরিবারে চাও তবে হরিবল ॥

মায়ার ছলনে কত কাল আর,
ঘুরিয়ে বেড়াবে মোহে ভুলি' তার
তুমি কার গুরো, বল কে তোমার,
অস্তিমের কি রেখেছ সম্বল ॥

ষণ্ড। দেখ্ পেহলাদে ! ও আহলাদে গিরি ছেড়ে দে। এখনও বলছি হরি বলা ছাড়, তুইতো মরবিই, আমাদের কেন মারিস্ বল দেখি।

(অমর্কের প্রবেশ)

অমর্ক। দাদা, দাদা, বেত গাছটা ভাল করে তেল মাখিয়ে এনেছি। কোসে ঘা কতক লাগাও, দেখি হরিবল বলা ছাড়ে কি না ? কি বল বৌদি ?

সণ্ড প। বলব' আবার কি ? একটু খানি ছেলে গলা টিপলে দুধ বেরোয়, তার আবার ভিরকুটি, কিরে প্রহ্লাদ হরি বলা ছাড়বি ? না—না।

প্রহ্লাদ। মাত্তা ?
জাননাকি, বৃথাসব, বিনা দয়াময় ?
এ জীবন যদি যায়, হরিনাম কভু না ছাড়িব।
কেন গুরো ?
কর্ণে মোর দিয়ে ছিলে,
ক'য়ে কৃষ্ণ দয়াময় অনাথের নাথ,
কেমনে সেজনে ভুলিব বল ?
হরিবল হরিবল প্রাণ ভরি:

ভবের কাণ্ডারী,
ভক্তাধীন জগন্নাথ—
এভব সাগর করিবেন পার।
পায়ে ধরি,
উচ্চৈস্বরে একবার হরি হরি বল।

অমর্ক। তবেরে ব্যাটা! (বেত্রাঘাত)

প্রহলাদ। মারো-মারো যত পার কর বেত্রাঘাত।
যাক্ প্রাণ,
হরি বলা কভু না ছাড়িব।
হরির কৃপায় পুষ্প সম বরষিছে অঙ্গ মোর।
হরিবল! হরিবল! হরিবল!

অমর্ক। তাইতো দাদা, ব্যাপারত' আমি কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পাচ্ছিনা।

ষণ্ড-প। ঠাকুরপো, তোমায় বলি শোন? আমি যে একটা বিট্‌কেল পোড়র জন্যে বিধবা হব, সে কখনও হ'তে পারে না, তুমি এক কাজ কর, চণ্ডীমণ্ডপের মোটা সুঁদরীর খুঁটিতে বেঁধে কোসে বেত লাগাও. তাতে যদি না হয়, তার পর অন্য ব্যবস্থা হবে।

ষণ্ড। গিন্নি, গিন্নি! তুমি আমার বুদ্ধিতে বৃহস্পতির বাবা, প্রহলাদকে টিট্ করবার ভার আমি তোমায় দিলুম। তোমার সীঁতের সিঁদুর বজায় থাক্।

অমর্ক। দাদা, দাদা, বৌদিদির একটু পায়ের ধুলো নাও। আয়রে প্রহলাদ। আহলাদ ক'রে রসগোল্লা খাবি আয়।

প্রহলাদ। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(প্রহ্লাদ সহ অমর্কের প্রস্থান)

ষণ্ড-প। উঃ! ছোঁড়া কে গো! এখনও ঐ নামটা ভুলতে পাচ্ছেনা। এস। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

—ঃ*ঃ—

রাজসভা।

(হিরণ্যকশিপু, মন্ত্রী, সেনাপতি ও প্রহরীদ্বয়)

রঙ্গিণীগণ। গীত।

আজিকে গাহিব রাজার জয়।
ললিত ছন্দে সুরতরঙ্গে নব নৃত্য ভঙ্গিমায়॥
তুলিব মোহিনী তান, (হবে) আবেশে আকুল প্রাণ,
হানিব নয়ন বাণ, বাজিবে নূপুর পায়॥

ষণ্ড, অমর্ক ও প্রহ্লাদের প্রবেশ।

হিরণ্য। কহ ষণ্ড. কহ হে অমর্ক!
প্রহ্লাদ কি ত্যজিয়াছে শত্রু নাম?

প্রহ্লাদ। পিতা! পিতা! ধরি তব পায়,

ও আদেশ দিওনা এ দাসে।
হৃদয়ের মাঝে যিনি বিরাজিত সদা
কেমনে গো ভুলিব তাহারে ?
কহ পিতা !
জীবন ভিন্ন মীন রহে কি কখন ?
মোহে ভুলে রবে পিতা ?
আর কত কাল—
ভক্তিভরে ডাক তারে পাবে মুক্তিপদ।

হিরণ্য। হের মন্ত্রী ! হের সেনাপতি !
কহ কিবা দণ্ড উচিৎ ইহার ?

অমর্ক। দাদা ! এই সুযোগে সব কথা মহারাজকে খুলে বল, চুপ করে থাকলেই মুণ্ডটা কচাং, জানতো।

যণ্ড। ঠিক বলেছ ভায়া ! দৈত্যরাজ, আমরা দু'ভায়ে মিলে অনেক চেষ্টা করলেম, প্রহ্লাদের হরিবলা কিছুতেই ছাড়াতে পারলেম না !

হিরণ্য। স্তব্ধ হও ভণ্ড মিথ্যাবাদী !
অগ্রে প্রহ্লাদেরে দানি দণ্ড,
পশ্চাতে তোদের হইবে বিচার।

প্রহ্লাদ। পিতা ! করি অনুরোধ,
অপরাধী আমি,
যেবা ইচ্ছা দণ্ড দেহ,
নীরিহ ব্রাহ্মণে নাহি করহ পীড়ন।

হিরণ্য। মন্ত্রী, আদেশ আমার,

অন্ধকূপ কারাগারে
অবিলম্বে লয়ে যাও দুরাচারে।
কর হত্যা বিষদানে,
কিম্বা ডুবাইয়া দাও সমুদ্রের জলে।

মন্ত্রী। ছোট রাজকুমার! পিতার কথায় অবাধ্য হও না, উনি যা বলেন সেইরূপ কার্য্য কর, ভবিষ্যতে তোমার ভাল হবে।

প্রহ্লাদ। একি কথা কহ মন্ত্রী!
পক্ক কেশ বিলম্বিত শির,
লোল গাত্রচর্ম্ম আসন্নে আগত
কাল ভয় নাহি তব?
যদি পরিত্রাণ চাও,
হরিনাম গাও,
শয়নে স্বপনে সদা বল হরিবোল।

হিরণ্য। অসহ্য! অসহ্য!
মন্ত্রী, কি হেতু বিলম্ব কর?
কুলাঙ্গার পুত্রমুখ না চাহি দেখিতে আর।

প্রহ্লাদ।　　　　গীত।

পায়ে ধরি পিতা হরি বল।
কিছু ত রবে না, সঙ্গে তো যাবে না
বৃথা ক্রোধে পাবে কিবা ফল॥
দম্ভ অহঙ্কার সকলি অসার,

একমাত্র সার চরণ তাহার
হরিনাম বিনা কিছু নাহি আর,
এখন গো বুঝে চল—হরিবল ॥

হিরণ্য। আরে আরে পিতার কণ্টক !
দূর হ'রে সম্মুখ হইতে। (প্রস্থান)

মন্ত্রী। এস প্রহ্লাদ !

প্রহ্লাদ। হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

(সকলের প্রস্থান)

———

পঞ্চম দৃশ্য

—:*:—

কুটিরাভ্যন্তর।

ষণ্ডপত্নীর প্রবেশ।

ষ-প। তাইতো গা, কি হবে গা, কেন এখনও এল না গা, এমন সর্ব্বনেশে রাজার ছেলে, কেন পড়তে এসেছিল গা? হায় হায়, আমি এখন কি করি?

অমর্কের প্রবেশ।

অমর্ক। বৌদি! বৌদি! সব ঠিক হয়ে গেছে। যঃ পলায়তি সজীবতি, বিপদ আপদ ভয় এতদিনে সব দূর হ'ল। আমি ভেবেছিলুম রাজকোপে প্রাণটা বুঝি গেল; দু'ভায়ে যে রকম বুদ্ধির দৌড় দেখিয়েছি, দৈত্যরাজ একেবারে জল।

ষ-প। হ্যাঁ ঠাকুরপো, তোমার দাদা এখন, আসছেন না কেন?

অমর্ক। তার জন্যে ভেবনা বৌদি! দাদা বুদ্ধিতে আমার বাবা, এমন বুদ্ধি চালিয়েছে, যে একেবারে রৈ রৈ কাণ্ড, হৈ হৈ ব্যাপার। সাপুড়ে পাড়ায় গেছে, বিষ যোগাড় কর্ত্তে।

ষ-প। বিষ! বিষ কি হবে?

অমর্ক। পেহ্লাদের বেজায় ব্যায়রাম কিনা, তাই তার অষুধ হচ্ছে বিষ বড়ি।

ষণ্ডের প্রবেশ।

ষণ্ড। ভায়া ভায়া,নাচো নাচো, আজ বড় আনন্দ দিবস। আমি অষুধ যোগাড় করে মন্ত্রীর নিকট দিয়ে এলেম। মন্ত্রী ধাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রহ্লাদকে খাওয়াতে গেল। যা শত্রু পরে প'রে, আমাদের আর কিছু করতে হল না বুঝলে ভায়া।

ষ-প। যাক্, বাঁচা গেল! এখন তোমরা দুজনে যে ফিরে এসেছো, সেইটেই আমার সিঁথের সিঁদুরের জোর বলতে হবে। তা না হলে, আমার কত দুর্দ্দশা হ'ত বল দেখি; সাদা থান পরতে হ'ত, হাতের নোয়া খুলতে হ'ত, মাছ খেতে পেতুম না।

ষণ্ড। ওহো হো প্রেয়সী! আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে, এই সব কথা কেমন করে ব'লছো বুঝতে পারছি না।

অমর্ক। বৌদি! বৌদি! সে ভাবনা এখন আর তোমার নেই জানবে। এইবার মজা করে চোর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দুবেলা খোরা খোরা দাদার অন্ন ধ্বংস কর আর দাদার মাথায় চড়ে নাচো?

ষ-প। ওমা ওকি কথা? হাজার হোক স্বামী, অতটা কি কর্ত্তে পারি ঠাকুরপো! ছিঃ ছিঃ, মাথায় চড়ে নাচা কি ভাল দেখায়? বিশেষতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ উনি।

ষণ্ড। ভায়া, তুমি আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? স্নান করে এসে খেয়ে নাও। আবার যেতে হবে জানতো? তিনপো

হয়েছে, আর এক পোয়া হলেই বাজীমাৎ! আবার যে রাজশিক্ষক সেই রাজশিক্ষক।

ষণ্ড। অ্যাঁ! বল কি গো? আবার যেতে হবে?

অমর্ক। বৌদি! ঝড় ঝাপ্টা যা ছিল সব কেটে গেছে, আর কোন ভাবনা নেই। যাই, আমি স্নান করে আসি।

(প্রস্থান)

ষ-প। হ্যাগা শুনছো? আর কোন ভাবনা নেই তো?

ষণ্ড। ওগো, না না না।

ষ-প। গীত।

তোমার জন্যে আমি।
রেঁধে বেড়ে বসে আছি খাবে বলে তুমি॥
সেই যে কখন গেছ তুমি বিপদ মাথায় নিয়ে,
ভাবনা বড় হয়েছিল কাঁপছিল এ হিয়ে
এখন আপদ গেল, প্রাণ জুড়াল,
ওগো আমার গুরু মশাই স্বামী।

(উভয়ের প্রস্থান)

———

ষষ্ঠ দৃশ্য

কারাগার।

প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ। একি! কোথা গেল ঘোর অন্ধকার?
কোথা হ'তে আসে আলো অন্ধকার মাঝে?
একি!
হস্তপদ ছিল বদ্ধ লৌহের শৃঙ্খলে—
কেবা দিল খুলে?
নারায়ণ! অবোধ বালক আমি—
হে শ্রীপতি!
করি হে মিনতি,
রেখ প্রভু তব রাঙ্গা পায়!

মন্ত্রী ও ধাত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। এই যে রাজকুমার! একটু কষ্ট হয়েছে ব'লে কিছু মনে করবেন না। ধাত্রী! প্রহ্লাদ তোমার প্রিয়পাত্র তাকে তুমি ভাত খাইয়ে দাও।

ধাত্রী। আমি পারব না।

মন্ত্রী। কেন পারবে না?

ধাত্রী। না মন্ত্রী মশায়! আমি আপনাকে মিনতি করে বলছি, আমি পারবো না, যাকে কোলে নিয়ে, স্তন্য দুগ্ধ দিয়েছি, তাকে স্বহস্তে কেমন করে বিষান্ন খাওয়াব ?

মন্ত্রী। জান, তুমি ধাত্রী হলেও রাজবেতনভুক্ত।

ধাত্রী। তা হতে পারি মন্ত্রী! দাসত্ব করি বলে জীবন বিক্রয় করিনি। আমি ধাত্রী, পালন কর্ত্রী, পিশাচিনী বা ডাকিনী নই। আমি এ বেদনাময় দাসত্ব ছেড়ে দেব। তবু এ পাপ কাজ আমা হতে হবে না। (প্রস্থান)

মন্ত্রী। আজকাল ছোটলোকদের বড় বাড় বেড়েছে রাজকুমার! বেটী ধাত্রী—একবার তেজটা দেখেছো ?

প্রহ্লাদ। মন্ত্রী মহাশয়! উনি ধাত্রী হলেও, আমার পালনকর্ত্রী, স্তন্যদাত্রী মাতা, সন্তানের সম্মুখে আপনি মাতৃনিন্দা করবেন না। আমি বুঝতে পেরেছি, আমার হত্যার নিমিত্ত, পিতা এই বিষান্ন প্রেরণ করেছেন। বেশ, আমি এখনই এই অন্ন ভক্ষণ করছি। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয়, আমি প্রাণ দেব, তবু হরিবলা ভুলবো না।

মন্ত্রী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি খাও, রাজকুমার! তোমার কোন ভয় নেই. আমি আস্‌ছি। (প্রস্থান)

প্রহ্লাদ। হরি! হরি!

তব নাম করিয়া গ্রহণ,
করিব ভক্ষণ—
রক্ষা করো তুমি পরমেশ!
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(গোপালের আবির্ভাব।)

(গীত)

ডাকার মতন ডাক্‌তে পারে যে,
ওগো চিরকাল কিনে রাখে সে।
ভয় কিরে তোর ওরে ভক্ত,
সদাই তুই আছিস যে মুক্ত,
ভক্তিতে তোর ভগবান
গোলোক ছেড়ে এসেছে॥

এই দেখ প্রহ্লাদ! তোমার পিতৃদত্ত বিষান্ন আমি খাচ্ছি! তুমি নির্ভয়ে এইবার খাও। (অন্তর্দ্ধান)

প্রহ্লাদ। হরি! হরি!
দীনবন্ধু, বৈকুণ্ঠ-বিহারী!
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু,
অবোধ বালকে এত দয়া তব!
প্রভু, প্রভু—
শ্রীচরণে রেখ চিরদিন

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। তাইতো, রাজকুমার হাস্‌তে হাস্‌তে বিষ-মাখান অন্ন খাচ্ছে! এ নিশ্চয় কিছু যাদু জানে।

(হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হি ণ্য। একি! এখনও জীবিত দুষ্ট?

মন্ত্রী।　দৈত্যরাজ স্তম্ভিত হয়েছি আমি
কুমারের বিষান্ন ভোজন হেরি।

হিরণ্য। শোন মন্ত্রী!
ঘাতকেরে করহ আদেশ,
তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে বিনাশিতে দুরাচারে।
তাহে যদি নাহি হয় ফল,
মশানেতে লয়ে গিয়ে,
জ্বলন্ত অনল মাঝে করহ নিক্ষেপ,
দেখি কিসে পায় পরিত্রাণ।

মন্ত্রী। ছোট রাজকুমার! দৈত্যরাজ যা বলেন, অমান্য ক'রোনা; যে তোমার পিতার শত্রু, তার নাম ভুলে যাও, তোমার পিতার উজ্জ্বল গৌরবরাশি ক্ষুণ্ণ ক'র না।

প্রহ্লাদ। ভুল ভুল মহা ভুল তব মন্ত্রী মহাশয়!
উজ্জ্বল গৌরব আরও হইবে উজ্জ্বল—
যদি পিতা মোর, একবার বলে হরিবোল!

হিরণ্য। মন্ত্রী! মন্ত্রী!
অবিলম্বে আজ্ঞা মম করহ পালন।　　(প্রস্থান।)

মন্ত্রী। রাজকুমার! এখনও বলছি, মতি গতি পরিবর্ত্তন কর। তোমার পিতার আদেশ শুন্‌লে ত, এখন চল ঘাতকের অস্ত্রে প্রাণ দেবে চল!

প্রহ্লাদ। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(মন্ত্রীসহ প্রস্থান।)

———

সপ্তম দৃশ্য

—:*:—

মশান।

(ষণ্ড ও অমর্ক)

অমর্ক! দাদা দেখ্‌ছো? অগ্নিদেব কেমন লক্‌লকে জিহ্বা বার করে আকাশে উঠ্‌ছে? এই আগুন যদি প্রহ্লাদ দেখে তা' হলে নিশ্চয় হরিবলা ছাড়বে।

ষণ্ড। বিষান্ন খেয়ে বাঁচলো, তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে কিছু হ'ল না, এইবার অগ্নি পরীক্ষা! দেখাই যাক্, প্রহ্লাদের হরির কত শক্তি।

অমর্ক। কিন্তু দাদা! ছোঁড়াটা হচ্ছে এঁচোড়ে পাকা, ভীরকূট বীচি - বল্লেই হয়, যাদুমন্ত্র রীতিমত জানে। তা নইলে হাতীর পায়ের নীচে ফেলে দেওয়া হ'ল, হাতী বেটা প্রহ্লাদকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে মাথায় বসিয়ে নাচতে লাগল।

ষণ্ড। পরিত্রাণ কিছুতেই পাবে না ভায়া! আগুনেও যদি কিছু না হয়, দৈত্যরাজ এর চেয়েও ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা করবে বলেছে।

(প্রহ্লাদ, মন্ত্রী ও প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।)

অমর্ক। এই যে, আসুন মন্ত্রীমশায়? দেখুন আমরা কি রকম

কায়ের লোক আগুনের লক্‌লকে শিখা দেখে বুঝতে পাচ্ছে'ন ত ?

মন্ত্রী। ছোট রাজকুমার! তুমি ছেলে মানুষ, সেই জন্যে তোমাকে এখনও অনুরোধ কর্চ্ছি, যে, তোমার পিতার শত্রু, তার নাম এখনও ত্যাগ করুন।

প্রহ্লাদ। প্রণিপাত পিতৃপায় করি শতবার!
পুত্র প্রতি অপার করুণা—পিতার আমার।
কহ, পিতা অরি ভাবে যারে,
জিজ্ঞাসি তোমারে মন্ত্রী!
অরি হয়ে কেবা তারে, করিয়াছে জয় ?
সৃজন সংহার কার্য্য তার!
সত্য সারাৎসার, শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী।
শোন মন্ত্রী! এ বালক মরিতে প্রস্তুত,
রাজ আজ্ঞা করহ পালন—
নিক্ষেপি আমারে ঐ অগ্নিকুণ্ড মাঝে।

ষণ্ড। ও সব দেহতত্ত্বর কথা অনেক শুনেছি বাপধন পেহ্লাদ! এই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেই, তোমার প্রাণের দেবতাকে বোঝা যাবে।

প্রহ্লাদ। গুরুদেব!
কি হেতু চিন্তিত,
পিতৃ আজ্ঞা এখনই করিব পালন।

(গীত।)

জ্বলো জ্বলো জ্বলো বহ্নি পরশি আকাশ।
লেলিহান লকলকী শিখা করি পরকাশ॥
তুমিও যাহার আশে, ওঠো উর্দ্ধে উর্দ্ধশ্বাসে
আমিও তাহারি দাস—
দগ্ধ হই দুঃখ নাই পুরে যেন অভিলাষ॥

(অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান।)

অ্যাঁ! আগুনে নির্ভয়ে ঝম্পপ্রদান করলে?

যণ্ড। মন্ত্রী মহাশয়! এবার আর দেখতে হবে না। এখনই দেখতে পাবেন, রাজকুমার ছাইয়ে পরিণত হয়ে পড়ে আছে।

(হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ)

হিরণ্য। কহ, কি বারতা সবে,
অগ্নিকুণ্ডে প্রহ্লাদ ত্যজেছে কি প্রাণ?

নেঃ-প্র। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

হিরণ্য। একি! দুরাচার পুত্র,
অগ্নিগ্রাসে যদি হইয়াছে শেষ,
কহ পুনঃ কেবা গাহে শত্রু গুণগান।
(অগ্নি নির্ব্বাণ ও প্রহ্লাদের প্রবেশ।)
একি স্বপ্ন কিম্বা প্রহেলিকা!

অমর্ক। দাদা, একি হল?

প্রঃ। হরি গতি, হরি মুক্তি, নাম কর সার।
হরিবোল! হরিবোল! বল অনিবার।

(কয়াধূর প্রবেশ।)

হিরণ্য। আরে, আরে পিতৃদ্রোহী!
কয়াধূ। এই যে, এই যে মোর অঞ্চলের নিধি—
হিরণ্য। একি! রাণী, হেথা কেন তুমি?
কয়াধূ। আয় কোলে বাপরে প্রহ্লাদ!
তোরে লয়ে যাব চলে যথা আঁখি ধায়।
(বক্ষে ধারণ)
হিরণ্য। সাবধান রাণী!
সাধ্য কিবা তব, লয়ে যাও প্রহ্লাদেরে।
যাও ফিরে,
নহে পুত্র মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিতে হবে।
কয়াধূ। হরিভক্ত আমার নন্দন,
এলে ত্রিভুবন
না পারিবে কেহ নাশিতে তাহারে।
হিরণ্য। হাঃ হাঃ হাঃ শোন মন্ত্রী!
এইবার বুকে শিলা বাঁধি,
উত্তাল সমুদ্রনীরে করহ নিক্ষেপ।
কয়াধূ। আমি না ত্যজিব,
দেখি কেমনে সাগর মাঝে করহ নিক্ষেপ।

হিরণ্য। স্পর্দ্ধা হেরি অতিশয়—
যাও, ল’য়ে যাও মন্ত্রী !
চল গৃহে। (প্রস্থান)

(মন্ত্রী ও প্রহ্লাদের প্রস্থান)

কয়াধূ। ওঃ ! দৈতরাজ ! তুমি কি নিষ্ঠুর ?
হরি ! হরি !
আমি অবলা রমণী,
করযোড়ে কহি,
রক্ষা কর প্রহ্লাদেরে পিতৃরোষ হ’তে। (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

—:*:—

রাজপথ।

নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

(গীত)

পু। বদন ভরে সবাই মিলে বলরে হরিবোল।
থাকবে না আর মরণ ভয় ঘুচবে ভবের গণ্ডগোল॥
স্ত্রী। নামের এমনি মহিমা—
বিষান্ন হয় অমিয়, আ'গুণে ভয় থাকে না,
পু। মাথায় করি, নাচলো করী আনন্দ তার দেখলে না,
স্ত্রী। পাথর বেঁধে ফেল্‌লে জলে তাতেও কিছু হ'ল না
উভয়ে। জয় প্রহ্লাদের জয় সবাই মিলে বল,
যায় যাবে প্রাণ বল্‌্‌ হরি,
এম্‌নি কর মনের বল॥ (প্রস্থান)

অমর্কের প্রবেশ।

অমর্ক। ওগো তোমরা যেওনা, একবার দাঁড়াও, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, তোমাদের সঙ্গে হরিবোল বলবো। আমি মহাপাপী—ক্ষমার অযোগ্য। শিক্ষক হয়ে শিষ্যকে অগ্নিতে দগ্ধ করতে গিয়েছি, ঘাতকের

দ্বারা হত্যায় সাহায্য করতে গিয়েছি, হস্তী-পদতলে নিক্ষেপ করেছি, পর্ব্বতের শিখর হতে উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করেছি। কিন্তু হরি-ভক্তের হরিনামের গুণে সকলি বিফল হয়েছে। এখন বুঝতে পেরেছি, এ পাপের পরিণাম কি ভীষণ! আমিও হরিবোল বলবো, উদ্ধার হয়ে যাবো। ওগো দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমায় সঙ্গে নাও।

ষণ্ডের প্রবেশ।

ষণ্ড। বলি ভায়া! ছুটে কোথায় যাচ্ছ? আরে ছিঃ ছিঃ! তুমিও ঐ দলে মিশে গেলে?

অমর্ক। দাদা! আর কেন? যদি ভাল চাও, যদি অন্তিমের উপায় করতে চাও হরি বল। যমের বাবাও আমাদের দু'ভাইকে স্পর্শও করতে পারবে না। দাদা, দেখলে না, বুঝতে পারলে না হরিনামের কি মহিমা। তুমি দেখতে না পাও, আমি পাচ্ছি। দাদা হরি বল, আমাদের সব পাপ ধ্বংস হয়ে যাবে।

ষণ্ড। সত্য কথা বলেছ ভায়া! ব্যাপার দেখে আমারও পেটে হাত পা ঢুকে গেছে। না অমর্ক, চল দু'ভাই মিলে প্রহ্লাদের সঙ্গ নিইগে। কিন্তু ভায়া, আমাদের মতন পাতকীকে প্রহ্লাদ কি স্থান দেবে?

অমর্ক। ছিঃ দাদা! এখনও তুমি প্রহ্লাদকে চিন্তে পারছ না? প্রহ্লাদের নিকট ছোট বড় নেই, গরীব দুঃখী নেই,

আর্য্য অনার্য্য নেই, তার নিকট সবাই সমান, সবাই আপনার। দেখছ না, দলে দলে লোক হরিনাম করতে করতে প্রহ্লাদকে দেখতে যাচ্ছে।

ষণ্ড। তবে চল ভায়া! আমরাও দুজনে তোমার বৌদিদিকে নিয়ে প্রহ্লাদকে দেখতে যাই।

অমর্ক। হাঁ়্যা দাদা! তাই চল। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! (উভয়ের প্রস্থান।)

নবম দৃশ্য

—:*:—

স্ফটিক স্তম্ভশোভি রাজ সভা।

(হিরণ্যকশিপু ও সেনাপতি।)

হিরণ্য। সেনাপতি! সবে বলে অত্যাচারী রাজা আমি,
কঠিন পাষাণসম হৃদয় আমার—
অতি ক্রুর—পুত্র হত্যাকারী।
কহ সেনাপতি!
যদি পুত্র মোর না মানে শাসন,
শত্রু আরাধনা করে সদা,
আমি পিতা, রাজা,

সুবিচারে সমুচিত দণ্ড যদি দিই তারে
ইথে দোষ কিবা তায় ?

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

কহ মন্ত্রী ! কি সংবাদ প্রহ্লাদের ?
মৃত কি জীবিত জানিবারে চাই।

মন্ত্রী। দৈত্যরাজ ! আপনার আদেশ মত ছোট রাজকুমারকে, একখানি সুবৃহৎ প্রস্তরের সহিত বন্ধন করে, উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু—কিন্তু দৈত্যরাজ ! অদ্ভুত ঘটনা ! হঠাৎ একটা তরঙ্গ গর্জ্জে উঠলো, সেই যে ডুবলো আর দেখতে পাওয়া গেল না, কেবলমাত্র শোনা গেল—হরিবোল ! হরিবোল !

হিরণ্য। মন্ত্রী ! মন্ত্রী ! তুমিও, নাহি জানি কি সাহসে —
কর সম্মুখেতে শত্রু গুণগান ?
শেষে তুমিও বিদ্রোহী হ'লে মোর।

মন্ত্রী। কি বলবো দৈত্যরাজ ! আজ ছোট রাজকুমারের দেহে এমন একটা শক্তি দেখতে পেলেম, যা দেখে আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছি। এত তীব্র পীড়নেও মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে, তার সেই হাসি হাসি মুখখানি যে দেখবে, সে যতই অধম হোক, মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারবে না। সেই সরল বালকের যে একাগ্রতা, সংযম, ধৈর্য্য, হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস, যা দেখলেম, তা অসীম, অনন্ত, অব্যক্ত। অপরাধ মাপ করবেন

দৈত্যরাজ! তা না হ'লে আপনার ক্রীতদাস হয়ে আপনারই সম্মুখে এরূপ অন্যায় উচ্চারণ, মুখ দিয়ে বহির্গত হবে কেন?

হিরণ্য। আরেরে হৃদয়!
পুত্র শোকে কিহেতু অধীর হও?
শত্রু সে আমার—
বিচারেতে ন্যায়দণ্ড করেছি প্রদান।

নেঃ-প্রঃ। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল।

হিরণ্য। মন্ত্রী! মন্ত্রী!
সমুদ্র তরঙ্গে যদি মরেছে প্রহ্লাদ,
কোথা হ তে সেই ধ্বনি আসে পুনর্ব্বার?
ঐ শোন—ঐ শোন—

প্রহ্লাদ। (নেপথ্যে) হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

কয়াধূর প্রবেশ।

কয়াধূ। দৈত্যরাজ!
কৈ, কোথা মোর বাছাধন?
এনে দাও—এনে দাও তারে?
হরিদ্বেষী হো'য়ে আর কতকাল রবে?
কাঁদে প্রাণ, না হেরি সন্তানে—
ফিরে দাও সন্তানে আমার।

হিরণ্য। বিদ্রোহ! বিদ্রোহ!
চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহী আমার।

পত্নী অৰ্দ্ধাঙ্গিনী—
সেও আজি বিদ্রোহী আমার।

প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। জননী গো!
দেখ চেয়ে আসিয়াছি আমি।
দয়াময় হরি করিয়ে করুণা,
করেছেন প্রাণদান পুনঃ।
বল হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

ষণ্ড ও অমর্কের প্রবেশ।

ষণ্ড। প্রহ্লাদ! বাপ আমার! আমরা তোর মহাপাপী গুরু, আমাদের উপায় কি হবে? তোর চাঁদমুখে একবার হরি বল, আমরাও তোর সঙ্গে হরি বলে উদ্ধার হ'য়ে যাই।

প্রহ্লাদ। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

হিরণ্য। বিদ্রোহী! বিদ্রোহী!
সেনাপতি! কি দেখিছ আর,
করহ সংহার সবে।

সেনা। তরবারি না ধরিব আর
ক্ষমা কর মোরে দৈত্যরাজ!
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! (প্রস্থান।)

অমর্ক। প্রহ্লাদ! বৎস! তোর লক্ষবর্ষ পরমায়ু হোক্, আমরা চল্লুম, হরিনামে দেশটাকে মাতিয়ে তোল, হরিবোল!

(ষণ্ড ও অমর্কের প্রস্থান।)

কয়াধূ। দৈত্যরাজ!

হিরণ্য। বিদ্রোহিনী তুমি রাণী!
না শুনিব কোন কথা,
যাও চলি নিজ স্থানে ত্বরা
নহে বিলম্বে লাঞ্ছিতা হবে রাণী।

কয়াধূ। আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব—
পতি তুমি, হিতবাণী কহি তোমা
হরিদ্বেষ কর পরিহার।
শুন হে রাজন!
নাহি ডরি আর পুত্র প্রাণ তরে।
হরি যারে করেছেন কৃপা
সাধ্য নাহি কারো বিনাশিতে তারে।
শুধু ভয়বাসি তোমা হেতু।
হরি! হরি! রক্ষা কর পতি পুত্রে মোর। (প্রস্থান)

হিরণ্য। মন্ত্রী!—

মন্ত্রী। ক্ষমা কর দৈত্যরাজ! আর নাহি দেহ কার্য্যভার—
বৃদ্ধ আমি, —
রাজকার্য্য সাধিতে অক্ষম,
বহুদিন রাজ্যের কল্যাণে কাটাইনু সুখে—
এবে চাহি অবসর।

হিরণ্য। দূর হও ভীরু কাপুরুষের দল—

মন্ত্রী। জয় হোক মহারাজ!

হরি রক্ষা কর ভক্তেরে তোমার।
হরিবোল ? হরিবোল ? হরিবোল ? (প্রস্থান)

হিরণ্য। রে দৈত্যাকুলাধম ?
বহুবার পেয়েছিস পরিত্রাণ,—
হেন দণ্ড দিব এইবার—
যাহে ত্রিভুবনে রক্ষিতে নারিবে কেহ তোরে ?
কি বলিব,—
একবার পাই যদি সম্মুখে আমার—
সেই ভ্রাতৃঘাতী অধমেরে,
বিনাশিয়ে তারে, পুরাইব মনের বাসনা

প্রহ্লাদ। পিতা ! সর্ব্বস্থানে বিরাজিত তিনি,
আত্ম ভুলি ডাক তারে, এখনি দেখিতে পাবে
মনের বাসনা মিটে যাবে তব।

হিরণ্য। সর্ব্বস্থানে বিরাজিত যদি তোর হরি,
কহ ত্বরা করি—
এই যে স্ফটিক-স্তম্ভ কর দরশন,
এতে কিরে আছে তোর হরি ?

প্রহ্লাদ। অবশ্যই আছে পিতা !
কোথা হরি ! দেখা দাও—
পিতৃ-ভ্রম কর দূর দিয়ে দরশন।

হিরণ্য। একি !
ঘন ঘন ধরা যেন হতেছে কম্পন;
চলিতে চরণ টলে।

সহসা আঁধারে যেন ঢাকিল রে ধরা—
গর্জ্জে ভীম প্রভঞ্জন, বজ্রপাত ঘন ঘন,—
না হয় গণন তারাকুল খসি পড়ে ভূমে।
উন্মাদ প্রকৃতি,
প্রলয় তাণ্ডব লীলা চলে।
ওকি! ওকি!
ঘোর অন্ধকার ভেদি—
নর-কলেবর সিংহ-মুখাকৃতি
কে ঐ বিরাট মূর্ত্তি আসে এই দিকে।
উঃ! কি ভীষণ
রক্ত-আঁখি—অট্ট অট্ট হাস।
আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে
যে দিকে নিরখি সেথা দেখি ঐ ছবি।
ত্রিভুবন গর্জ্জনে কাঁপিছে।
ঐ ঐ না পারি চাহিতে আর।

নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব।

নৃসিংহ। শত্রুভাবে মৃত্যু তোর—
হরিদ্রোহী হিরণ্যকশিপু রূপে এসেছিলি এ ধরায়।
জয়! অভিশাপে মুক্ত এতদিনে,
চল ফিরে বৈকুণ্ঠ ভুবনে।

যবনিকা